দৈনিক সংবাদ

APR 09 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...২....

নোয়াখালী জিলা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলনী ২০০২

প্রাণে প্রাণে মিল করে দাও

মিম চৌধুরী

উৎসব

সময় হারিয়ে যায়, স্মৃতিরা জেগে থাকে। স্মৃতির অন্য নাম হতে পারে বেদনাতুর সুখ, জীবনের অমূল্য সম্পদ, যা বিবর্ণ হয় না। সময়ের ধূলির আস্তরণ মুছে দিলেই ঝকঝকে সব। কেবল নস্টালজিয়ায় পাওয়া।

পুনর্মিলনী যেন সেই হারিয়ে যাওয়া সময়কে ফিরে পাওয়া কিছুক্ষণ। আর তা যদি হয় প্রাক্তন স্কুল পড়ুয়াদের মিলন।

দিনটি ছিল ফেব্রুয়ারির আটাশ। মিলনায়তন উপচে পড়া ভিড়। মিলিত হয়েছে নোয়াখালী জিলা স্কুলের প্রাক্তন পড়ুয়ারা আর এ মহামিলনের আয়োজক ছিল ওই স্কুলের ৯৭-এর ব্যাচের পড়ুয়ারা।

এসেছেন এ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র বর্তমান সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ; প্রধান অতিথি হিসেবে মিলিত হয়েছেন আজকের প্রজন্মের সঙ্গে। বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছেন এ স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র এক সময় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে সংসদ সদস্য মেজর (অব.) আবদুল মান্নান ও সাবেক সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল আজিম। এরা দু'জনে একই ব্যাচে জিলা স্কুল থেকে পাস করেছেন। জীবনের অনেক দূর একই সঙ্গে এগিয়েছেন, সামাজিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাও পাশাপাশি। মঞ্চপথে একটুখানি চিড় ধরেছে কী ধরেনি তাদের সম্পর্কে। স্কুল জীবনের বন্ধু। তাকে কী ভোলা যায়' মঞ্চে পরস্পর করমর্দন করলে মিলনায়তনে উপচেপড়া আজকের প্রজন্ম করতালি দিয়ে গেয়ে ওঠে, প্রাণে প্রাণে মিলন করে দাও।

সেদিন সারাদিন এ সুর যেন অনুরণন তুলেছে নোয়াখালী পৌর মিলনায়তনের এ মহামিলনের আসরে। এ স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আবদুল মতিনের সভাপতিত্বে এ স্মৃতিচারণ সভায় অংশ নেন স্কুলের সাবেক কৃতী ছাত্র বর্তমানে নোয়াখালী পৌরসভার চেয়ারম্যান আবদুর রহমান মঞ্জু।

স্মৃতিচারণে অংক স্যারের বেতের কথাও যেমন স্মরণ করতে ভুল করেননি কেউ, তেমনি বলতে ভুলে যাননি ছুটির পর দারোয়ানের চোখ ফাঁকি দিয়ে স্কুলের গাছের ডাব চুরি করে খাওয়ার কথা, পরদিন হেড স্যারের কাছে নালিশ এবং যথারীতি বেতের মার খাওয়া।

তার পাশাপাশি বলছেন, অক্ত মনে হচ্ছে এসব ছিল মিষ্টি-দুষ্টুমি। আজকের পড়ুয়াদের প্রসঙ্গে অভিযোগ, তারা স্কুল পালিয়ে চা-দোকানে আড্ডা দেয়, আরও কত কী করে।

বর্তমানে যারা পড়ুয়া এ আলোচনায় তাদের জন্য ছিল হিতোপদেশ : রাজনীতি সচেতন হতে হবে, তবে রাজনীতি মুক্ত থাকতে হবে। কেননা দেশে এমন পরিস্থিতি নেই যে স্কুল ছাত্ররা বই-খাতা ফেলে বন্দুক-বোমা নিয়ে রাজপথে নেমে পড়বে; স্কুলপড়ুয়া সময়টা জীবনের ভিত তৈরির সময়- এ থেকে নড়া যাবে না; কারণ এদেরকেই একদিন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে।

সেই সঙ্গে আলোচক-অতিথিরা মুহুর্মুহু প্রশংসা করলেন, ধন্যবাদ জানালেন এ মহামিলনের আয়োজকদের। যেন মোকাদ্দির, সোহাগ, হাসান, লেলিন, সৈকত, ইমন, রায়হানরা তাদের সবার জীবনের স্মৃতিময় অক্ষয় সময়কে খুঁড়ে বের করে এনেছে কোন অতল থেকে